OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 1002 - 1010
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঘুরঘুট্টি আঁধার ফুঁড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসা বিরল বুড়ো : বাঞ্ছারামের ‘সাজানো বাগান’

অর্কোপল দত্ত
(এম. ফিল), গবেষক ও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID: ARKOPAULDUT@GMAIL.COM
0009-0007-0887-1926

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Manoj Mitra, Sajano Bagan, Bancharamer Bagan, Bengali Theatre, Bengali Cinema, Adaptation Studies, Drama to Film Adaptation, Social Realism, Humour and Satire, Bancharam Character.

Abstract
The celebrated playwright Manoj Mitra’s remarkable creation ‘Sajano Bagan’ is a play that presents a harsh social reality wrapped in the layers of humour and comic flavour. First staged on 7 November 1977, under the production of Sundaram, the play bore the strong imprint of Manoj Mitra himself—he was present throughout its creative space as the playwright, the director, and even as the actor portraying the character of Bancharam. The performance generated waves of applause among the audience. Later, in 1980, Tapan Sinha adapted ‘Sajano Bagan’ into a film, changing the title to ‘Bancharamer Bagan’. In the film as well, Manoj Mitra performed the title role. Theatre and cinema, however, are two distinct mediums, and their impact on audiences differs in significant ways. This paper examines how ‘Sajano Bagan’ transformed into ‘Bancharamer Bagan’, analysing the deviations, limitations, and distinctive features that emerged in the process of this transformation.

Discussion

এক

> “Sajano Bagan marks his first success in illuminating social inequalities through laughter. Mr. Mitra has never shown greater mastery of black humor.”[১] (Statesman: March 24, ’78)

মনোজ মিত্রের ‘সাজানো বাগান’ নাটকটির শিকড়ে-কাণ্ডে যেমন রয়েছে বেঁচে ওঠার শ্রেনী-সংগ্রামের কথা; তার ফুলে-ফলে-শাখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাস্য ও কৌতুকরস। বাঞ্ছারাম কাপালির কুঁজো থেকে সোজা হয়ে ওঠার উত্তরণের গল্প হাস্যকৌতুকরসের মোড়কে সেদিন দর্শকমহলে যে করতালির হিল্লোল তুলেছিল, তা মনোজ মিত্রকে দিয়েছিল এক সার্থক নাট্যকারের স্বীকৃতি। ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭। মুক্ত অঙ্গনে সন্ধ্যে ৭ টায় প্রথমবার অভিনীত হল ‘সাজানো বাগান’। ‘সুন্দরম্’-এর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হওয়া ‘সাজানো বাগানের’ অলিন্দ জুড়ে ছিলেন মনোজ মিত্র - নাট্যকার রূপে, নির্দেশক রূপে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এমনকি বাঞ্ছারাম চরিত্রের অভিনেতা রূপেও। 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার', 'চোখে আঙুল দাদা', 'কাকচরিত্র', 'কিনু কাহারের থেটার', 'পাহাড়ি বিছে', 'কেনারাম বেচারাম' সহ একাধিক নাটকের কথা মাথায় রেখেও এটা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, 'সাজানো বাগান' মনোজ মিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

মঞ্চের 'সাজানো বাগান'কে সিনেমার পর্দায় নিয়ে এলেন তপন সিংহ, ১৯৮০ সালে। সিনেমার নাম বদলে হল 'বাঞ্ছারামের বাগান'। সিনেমার নাম বদলালেও, নামচরিত্রের অভিনেতা কিন্তু বদলালো না - 'বাঞ্ছারাম' চরিত্রে রইলেন মনোজ মিত্র-ই। 'সাজানো বাগান' নাটকটি দেখে তপন সিংহ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সেই মুগ্ধতার রেশ তাকে সিনেমা বানাতে উৎসাহী করে তুলেছিল। 'সাজানো বাগান'কে কেন্দ্র করে তপন সিংহের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ-কথোপকথনের নানা তথ্য তুলে ধরেছিলেন মনোজ মিত্র— আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত 'বাঞ্ছারামচরিতে'। প্রেতাত্মা ৺ছকড়ি দত্ত ও তাঁর ছেলে জোতদার নকড়ি দত্তের ভূমিকায় তপন সিংহ ভেবেছিলেন উত্তম কুমারের কথা। তবে, উত্তম কুমার বাঞ্ছারামের বাগানে অভিনয় করতে পারেননি। দ্বৈত চরিত্রে এসেছিলেন দীপঙ্কর দে। উত্তমকুমার চেয়েছিলেন ছবির শ্যুটিং মার্চে শুরু হোক। তার আগে তিনি ডেট দিতে পারবেন না। তপন সিংহ রাজি হননি। উত্তম কুমার মামলাও করেছিলেন। আদালতের জিজ্ঞাসা ছিল : মিস্টার সিন্‌হা, উত্তমকুমারের মতো শিল্পীর জন্যে আপনি কি তিনটে মাস ছবির কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না? তপন সিংহের জবাব ছিল : তিন মাস পরে উত্তমকুমারকে পাব, কিন্তু শীতের সরষেফুল? কোথায় পাব?

দুই

সিনেমাটিক অ্যাডাপটেশান বা সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ হল সাহিত্য উৎস (source) বা পাঠ্যের (যথা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাদি) শিল্প উপাদান অবলম্বন (adopt) করে ভিন্ন মাধ্যম অর্থাৎ এক্ষেত্রে সিনেমাতে অভিযোজিত (adapt) করা। অ্যাডাপটেশানের মূল স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল চলচ্চিত্রের চিহ্ন (sign) গুলিকে পূর্ববর্তী মূল সাহিত্য অনুসারে গ্রহণ করা। এই মূল পাঠ্যটি, তার প্রতিটি অ্যাডাপটেশানের সাথে, একটি তুরীয় (transcendental) সম্পর্ক বহন করে; যে কোনো পাঠ্যই একটি শিল্পজনিত চিহ্ন (artistic sign) যার নিজস্ব ভঙ্গি ও মূল্য আছে, যদিও নিরুদ্ধ অর্থ নেই, অর্থাৎ প্রতিটি পাঠ্যই একটি signifier। অতএব যে কোনো নতুন শিল্প চিহ্নই, এক্ষেত্রে অ্যাডাপটেশান, মূল শিল্প চিহ্নকে ব্যবহার করে উল্লেখ বা signified হিসাবে। এ প্রসঙ্গে Dudley Andrew-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

> "Adaptations claiming fidelity bear the original as a signified, whereas those inspired by or derived from an earlier text stand in a relation of referring to the original."[২]

হারমোনিউটিক তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যাডাপটেশানের মূল পাঠ্যের তাৎপর্য বহমান থাকে পাঠ্যটির পূর্ববর্তী সার্বজনীন প্রতীতির মধ্যে দিয়েই। অ্যাডাপটেশানের একটি পদক্ষেপ এবং একটি প্রক্রিয়া যা সম্পন্ন হয় তিন স্তরে - গ্রহণ (borrowing), প্রতিচ্ছেদ (intersection), এবং রূপান্তরের আনুগত্যে (fidelity of transformation)। প্রথম ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রটি সংস্কৃতির একটি বিদ্যমান আদিরূপের (archetype) ধারাকে অব্যাহত রাখে। Frank Mc Connell এর মতে এই গ্রহণ মূল পাঠ্যের প্রতীক এবং পৌরাণিক (mythic) আদর্শের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিচ্ছেদ এর স্তরে মূল পাঠ্যের স্বাতন্ত্র এমনভাবে বজায় থাকে যাতে পাঠ্যটি ইচ্ছাকৃতভাবে চলচ্চিত্রে জড়িয়ে নেওয়া হয়না। আলাদা আলাদা সংযোগ মাধ্যম হিসাবে উভয়ের অভিমুখ বজায় থাকে এবং পাঠ্যের নান্দনিক রূপের (form) সাথে সিনেমাটিক রূপের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (dialectic) অক্ষুণ্ণ থাকে।

পাঠ্যের চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রে আনুগত্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য যাতে ছবিটিতে পাঠ্যের মূল ভাবটির অনুলিপি বা প্রতিলিপি রচিত হয়।

অ্যাডাপটেশানের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধানতম হল একটি মাধ্যমের বাচনিক (verbal) অস্তিত্বকে অপর মাধ্যমের দৃষ্টিলব্ধ (visual) ও ধ্বনিগত (auditory) অস্তিত্বে রূপান্তরিত করা। E. H. Gombrich-এর মতে চলচ্চিত্রায়ন হল দুটি ভিন্ন বার্তাবাহক পদ্ধতির মধ্যে সমতুল্য (equivalent) অবস্থানের উপাদান অন্বেষণ, এবং সেক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান উভয় শিল্পরূপের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অধ্যয়ন দাবি করে। Keith Cohen-এর মতে, narrativity is the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

most solid median link between novel and cinema. এই ন্যারেটিভিটি বা বর্ণনামূলক গূঢ়ার্থ/ কোড সংশ্লেষ ও নিহিতার্থের স্তরে ক্রিয়া করে। যে কোনো চলচ্চিত্রায়নের নান্দনিক উৎকর্ষতা নির্ভর করে সিনেমা এবং ভাষা – এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন semiotic পদ্ধতির মধ্যে সমতুল্য ন্যারেটিভ ইউনিটের বা মাত্রার যথাযথ ব্যবহারের উপর।

গল্প/ উপন্যাস থেকে যত সহজে চিত্রনাট্য বানানো যায়, নাটক থেকে তেমন হয় না। নাটকের গঠনে থাকে এমন একটা নিটোল অরগ্যানিক ইউনিটি, একটা সামান্য প্রবেশ-প্রস্থানও এমন অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়ানো, চট করে তাকে ভাঙা যায় না। সিনেমার আবার পছন্দ ছড়ানো-গড়ানো ঢিলেঢালা জীবন। নাটক ভেঙে ভাল ছবি খুব বেশি হয়ওনি সিনেমায়— না দেশে, না বিদেশে। তবে বললে অত্যুক্তি হবে না, তপন সিংহের 'বাঞ্ছারামের বাগান', মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান'-নাটকের এক সার্থক চলচ্চিত্রায়ন।

তিন

'সাজানো বাগান' নাটকটি দর্শকমহলে যে প্রশংসা কুড়িয়েছিল তার প্রমাণ ধরে রাখে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলো। দেশ পত্রিকায় নাটকটির প্রভূত প্রশংসার উল্লেখ পাওয়া যায় -

> "যে ধরনের মৌলিক নাটকের জন্যে আমাদের অহল্যা-প্রতীক্ষা ... সাজানো বাগান সেই প্রার্থিত নাটক। ... এমন একটি নাটক, যেখানে বক্তব্য অন্তঃসলিলা, হাসির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দর্শকের মনে অজান্তেই গভীর নাটকীয় বক্তব্য প্রোথিত হয়ে যায়। ... ঘটনাগুলি এসেছে তরতর করে, হাসির উল্লাস জাগিয়েই করুণার গভীরে অবগাহন করানোর জন্যে।"[৩] (দেশ : ২৮ জানুয়ারি, '৭৮)

The Hindusthan Standard-এও উচ্চ প্রশংসা কুড়োয় 'সাজানো বাগান' -

> "...The old man clinging to life and becoming stronger and stronger, with the landholder weakening in sheer despair becomes a piece of unusual comic theatre.
>
> Sajano Bagan draws laughter all along, with the wit of the idiom and the intelligence that goes into the making of the plot."[৪] (The Hindusthan Standard : Dec. 29, '77)

সাজানো বাগান যেমন বহু প্রশংসিত হয়, তেমনই বাঞ্ছারামের বাগানও পৌঁছে যায় বহু ছবিঘরে। সিনেমাটি লক্ষ লক্ষ দর্শকের মন জয় করে চলেছে, টেলিভিশনেও।

সুন্দরম্-এর 'সাজানো বাগান' নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে কলাকুশলীরা তারা হলেন - নির্দেশনা : মনোজ মিত্র, আবহ দেবাশিস : দাশগুপ্ত, রূপসজ্জা : পরিকল্পনা : অনন্ত দাশ, রূপসজ্জা : অজয় ঘোষ, আলো : অমল রায়, মঞ্চ : অজয় দত্তগুপ্ত, শব্দপ্রক্ষেপন : বিশ্বজিত প্রসাদ/ সৌমেন ঠাকুর; এছাড়া অভিনয়ে ৺ছকড়ি দত্ত : দুলাল ঘোষ/ দুলাল লাহিড়ী/ রতন মুখোপাধ্যায়/ অরূপ মুখোপাধ্যায়/ দেবব্রত দাস; নকড়ি দত্ত : মানব চন্দ্র/দীপক দাস/সমর দাস, বাঞ্ছারাম মনোজ মিত্র, গুপি অরণ্য ঘোষাল/ প্রণব সেন/ শুভ্র মজুমদার/ দীপক দাস/ সুব্রত চৌধুরী; মোক্তার : শক্তি ঘোষাল/ শ্যামল সেনগুপ্ত/ দেবব্রত দাস/ ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী; গোবিন্দ ডাক্তার : শংকর প্রসাদ; হোঁৎকা-কোঁৎকা : স্বপন রায়/ লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ প্রিয়জিত ব্যানার্জি; চোর : শ্যামল সেনগুপ্ত/ অসিত মুখোপাধ্যায়/ অসীম দেব; গণৎকার : জয়ন্ত দত্ত/ অধীর বসু/ দীপক ঠাকুরতা, পুরোহিত রণধীর দাশগুপ্ত/ লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ অধীর বসু/ বিশ্বনাথ দে; পদ্ম : শর্মিতা চ্যাটার্জী/ অনুশ্রী ঘোষাল/ অমিতা রায়/ জয়তী বসু/ শর্মিলা মৈত্র/ ময়ূরী ঘোষ/ শুভ্রা বসুদাস; গিন্নি : শান্তা সেনগুপ্ত/ বুলা সেনগুপ্ত/ অর্পিতা মজুমদার/ মায়া রায়/ চিত্রা সেন/ ময়ূরী ঘোষ, গ্রামবাসী সমুদ্র গুপ্ত/ জ্যোতিরিন্দ্র/ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; শববাহক যুবকেরা : অজয় দত্তগুপ্ত, ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য, সৌমেন রায়চৌধুরি, মনিরলু মোল্লা, উৎপল চক্রবর্তী, দেবাশিস ভট্টাচার্য, দেবরাজ দত্ত, অমল ঘোষ, অভিজিৎ মাইতি, সুশীল দাস। দেখা যাচ্ছে, সুন্দরম্-এর বিভিন্ন প্রযোজনায় সকল চরিত্রের অভিনেতারা কমবেশি বদলালেও বাঞ্ছারাম চরিত্রে সবসময় অভিনয় করতেন মনোজ মিত্রই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২ ঘন্টা ১৩ মিনিটের চলচ্চিত্র 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এর পরিচালক ছিলেন তপন সিংহ। মূল রচনাটি মনোজ মিত্রের হলেও সিনেমাটির চিত্রনাট্য নিজের হাতেই গড়ে পিঠে নেন পরিচালক। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন স্বয়ং পরিচালক। এছাড়া প্রযোজক : ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী; সিনেমাটোগ্রাফার : বিমল মুখার্জী; এডিটর : সুবোধ রায়; প্রোডাকশন ডিসাইনার : অমল রয়ঘটক, আর্ট ডিরেক্টর : সুনীতি মিত্র; শব্দ গ্রহণে : বলরাম বারুই, অনিল দাশগুপ্ত, অনিল তালুকদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। এছাড়া অভিনয়ে, বাঞ্ছারাম : মনোজ মিত্র; ৺ছকড়ি দত্ত ও নকড়ি দত্ত : দীপঙ্কর দে; মোক্তার : নির্মল কুমার; গোবিন্দ ডাক্তার : রবি ঘোষ; গুপি : ভীষ্ম গুহঠাকুরতা; পদ্ম : দেবীকা মুখার্জী; নকড়ির স্ত্রী : মাধবী মুখার্জী; হোঁৎকা-কোঁৎকা : বিপ্লব চ্যাটার্জী সহ আরও নানা কলাকুশলীর অভিনয় সিনেমাকে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতা।

চার

'সাজানো বাগান' নাটকটিকে সিনেমার প্রযোজনে নিজের মতো ছেনে নিয়েছিলেন তপন সিংহ। হুবহু অনুকরণ না করে সংযোজন ও বিয়োজনের রাস্তায় হেঁটে তপন সিংহ গড়ে তুলেছিলেন এক নিটোল চিত্রনাট্য। নাটকের শুরু যেভাবে, সিনেমার শুরু সেভাবে নয়। দুই অঙ্কের এই নাটকের শুরুতে দেখা যায় পরলোকগত জমিদার ৺ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মার গাছ থেকে পড়ে কোমর ভেঙে যাওয়ার দৃশ্য দিয়ে। কাহিনী এগোলে বোঝা যায়, পরলোকগত এই জমিদারের জীবৎকালে বাঞ্ছারামের বাগানের উপর যে লোভ ছিল, জীবদ্দশায় এই বাগান কুক্ষিগত না করতে পাওয়ার আক্ষেপে তাঁর এখনও মুক্তি হয়নি। তাই সে প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায় বৃদ্ধ বাঞ্ছার বাগানের ডালে ডালে। নাটকে ৺ছকড়ি দত্তের বাগানের উপর লোভ কয়েকটি সংলাপে বর্ণিত হলেও, সিনেমার ক্ষেত্রে তা বর্ণিত হয় কয়েকটি দৃশ্যে। নাটকের শুরুতে অশক্ত, মুমূর্ষু, বৃদ্ধ বাঞ্ছাকে দেখা গেলেও সিনেমার শুরুতে বাঞ্ছাকে দেখা যায় ছোট্ট নাতি গুপিকে নিয়ে বাগান পরিচর্যা করতে। বাঞ্ছা সেখানে বৃদ্ধ নয়, শক্তিশালী এক চাষা - যে প্রয়োজনে জমিদারের পালোয়ানকেও এক লাথিতে জব্দ করতে পারে। জমিদার ছকড়ি দত্তের যে লোভ জন্ম নেয় বাঞ্ছার বাগানকে ঘিরে, তা দৃশ্য-সংলাপের বুনটে সিনেমায় প্রতিষ্ঠা করেন তপন সিংহ। নকড়ি দত্ত বাঞ্ছার বাগান আত্মসাৎ করার পূর্বেই তাঁর ইহজীবনে দাড়ি বসলে তাঁর প্রেতাত্মা অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা মেটাতে স্থান নেয় বাঞ্ছারামের বাগানে। নকড়ি দত্তের এই অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণার রূপরেখাটি তপন সিংহ সিনেমার শুরুতে ২৭ মিনিটের পরিসরে ব্যক্ত করেন। এই সংযোগ সিনেমাটিকে ঋদ্ধ করেছে।

সিনেমার শুরুতে প্রায় আধ ঘন্টার এই সংযোগটি বাদ দিলে, বাকি সিনেমা জুড়ে দেখা যায় 'সাজানো বাগান' কেই। সংলাপ, দৃশ্যে সামান্য কিছু বিয়োজন ছাড়া তেমন মৌলিক কোনো রূপান্তর চোখে পড়ে না। সাজানো বাগান নাটকে বাঞ্ছারাম কাপালির নয় জন মেয়ের উল্লেখ থাকলেও, সিনেমায় বাঞ্ছার একটাই মেয়ে - যার একমাত্র ছেলে গুপি। গুপির বাবা নাটকে মারা গেলেও, সিনেমায় জীবিত। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, বিয়ে করে বৌ পদ্মকে নিয়ে গুপি তার বাবার কাছে গিয়ে ওঠে - যদিও তার বাবার বাড়িতে সে স্থান পায় না। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যেখানে ডাব দিয়ে মোক্তার ও নকড়ির বাঞ্ছাকে মারার ব্যর্থ পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে, সেই দৃশ্যটি সিনেমায় বাতিল করেছেন পরিচালক। এরকমই কিছু টুকরো-টুকরো সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে সিনেমার চিত্রনাট্যের স্বার্থে। চিত্রনাট্যের সামান্য অদল-বদল ঘটলেও নাট্যরস অক্ষুণ্ণ রয়েছে সিনেমার পর্দাতেও।

'সাজানো বাগান' নাটকটি দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন তপন সিংহ ও অরুন্ধতী দেবী যে পরের দিনই মনোজ মিত্রকে বাড়িতে ডেকে পাঠান তাঁরা। অরুন্ধতী দেবী 'সাজানো বাগানের' জন্ম-ইতিহাসের কাহিনী শুনতে চাইলে, মনোজ মিত্র শোনান ওপার বাংলার খুলনায় ফেলে আসা তাঁর গ্রামের কথা, সেই গ্রামের খেতচাষি বাঞ্ছারাম কাপালির কথা -

> "যেখানে নিরানব্বই ভাগ মানুষের জীবন ছিল গাছপালা চাষবাস নির্ভর। যেখানে গাঁয়ের ফলন্ত তেঁতুলগাছটা ঝড়ে ভেঙে পড়লে সারা গ্রাম আত্মীয়বিয়োগ ব্যথায় নিঝুম হত। ভর দুপুরে গাঁয়ের চাষিপাড়ায় এক বার এক থুত্থুড়ে বুড়ো মানুষকে দেখে ভয়ে ডরিয়ে আমার অভিভাবিকার আঁচল আঁকড়ে ধরেছিলাম। লোকটার দেহটা এইটুকু, গাঁয়ের রং ফকফকে সাদা, ঠিক যেন একটা ডিম ফেটে বেরল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> লোকটা ছিল পানচাষি। আমরা গিয়েছিলাম পান কিনতে। 'কই গো, ও বাঞ্ছাদা, কই গো, আমরা পান কিনতে এলাম...' বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। অনেক ডাকাডাকির পর কোন দিক থেকে যে বাঁশির আওয়াজের মতো উত্তর এল, বুঝতেই পারলাম না: 'আসি গো!'
>
> কত ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কারও দেখা নেই। হঠাৎ দেখি, পানমাচানতলার ঘুরঘুট্টি আঁধার ঠেলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরল সেই বুড়ো। বাঞ্ছারাম কাপালি। 'বাঞ্ছারাম' নামটা সেই দিন পাওয়া।"[৫]

তপন সিংহ জিজ্ঞেস করলেন থিয়েটারে বাঞ্ছারাম অমন বসে বসে চলে কেন? সেকি তাঁর বয়সের কারণে? উত্তরে মনোজ মিত্র বলেছিলেন -

> "বয়সের কারণেই বসে বসে চলাফেরা করে। তবে চাষি দু'শ্রেণির— মাঠচাষি আর খেতচাষি। মাঠচাষিরা বড় বড় মাঠে ধান-পাট-শস্য-কলাই চাষ-আবাদ করে। আর খেতচাষিদের কাজ সবজি চাষবাসে। ধরুন, একটা কপিচারা কি আলুচারার পরিচর্যা করতে, একটা থেকে আর একটার কাছে পৌঁছতে সবসময় ওরা বসে বসেই চলাফেরা করবে। নইলে গোটা বাগানে বার বার ওঠবোস করে তার তো জান কাহিল হবে। বসে বসে এগোলেই তার আরাম। আবার ওই আরামটুকুর জন্য শেষ বয়সে কোমরে ঘুণ ধরে যায়, দুমড়ে যায়! শেষ জীবনে মাটিই তার একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের গাঁয়ের কাপালিরা ছিলেন খেতচাষি।"[৬]

বাল্যকালের স্মৃতি 'সাজানো বাগানের' প্রেক্ষাপট রচনা করলেও এই নাটকের বীজ বপন করেছিল সমকালীন সময়। মনোজ মিত্র যখন এই নাটকটা লিখছেন সেটা ১৯৬৭-৭৭ সাল। সেই সময়ে বাংলার বুকে চলছে দুঃশাসনীয় অত্যাচার - গুন্ডা ও মস্তান রাজ। ৬৭ ও ৬৯ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার ফলে ধারাবাহিকভাবে যে কৃষক আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তার পরিণতি ছিল জমির লড়াইয়ে। ১৯৭২ এ গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের উপর নেমে এল ঘৃণ্য সরকারি আক্রমণ। এরপরে লড়াই আরও জোরদার হল। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা - কণ্ঠরোধ করা হল গণতন্ত্রের। প্রায় দু'বছর ছিল এই অবস্থা- ২৩শে মার্চ, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেই সময় নাট্যকার মনোজ মিত্র লিখলেন 'সাজানো বাগান' নাটক। অধ্যাপক ড অচিন্ত্য কুমার বসু 'সাজানো বাগান' নাটকের প্রেক্ষিত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন -

> "সময়ের সুতোয় এই নাট্যপটভূমিতে ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নানান অত্যাচার ও ক্ষুধার্ত লিপ্সার শিকার দীন দুঃখী মানুষগুলোর কথা। ছলে বলে কৌশলে জোতদার জমিদারদের দল চিরকাল এদের শোষণ করেছে এবং লুট করেছে এদের মা, বৌ ও বোনেদের ইজ্জত।"[৭]

এই সময়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র ডাক দিলেন বদলের - যদি তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারো, প্রতিপক্ষ উল্টে যাবে। এই নাটক ও সিনেমা এই সময়েরই নির্যাস। ৺ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মার দৃশ্য যেমন ফ্যান্টাসি সৃষ্টি করে, তেমনই প্রেতাত্মার মুখে বাগান দখলের লোভের কথা তাঁর শ্রেণী চরিত্রকেও স্পষ্ট করে। ৺ছকড়ি দত্ত বাঞ্ছাকে ভয় দেখায় রাতের অন্ধকারে। কিন্তু বাঞ্ছারাম ভয় পায় না। সে বলে –

> "ও শালা ভূত আমার সর্বস্ব গেরাস করবে বলে বসেছে। তুই আমারে ছেড়ে দে গুপে। শালারে আজ মেরে পাটলাস করে দেবো।"[৮]

তাঁর বাগানে যেমন ভূত আছে, তেমনই আছে চোর। কলা, মুলো ও অন্যান্য ফলমূল চুরি করে সে তার সংসারের অভাব মেটায়। বাঞ্ছারামের নাতি গুপি তাল খোঁজে বাগানটা বেঁচে মদের দোকান করার। সেই উদ্দেশ্যে গুপি সাতহাজার টাকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিনিময়ে চুক্তিপত্র তৈরি করে বাঞ্ছাকে দিয়ে টিপসই আদায় করতে চাইলে, সেই সময়ে প্রবেশ করে নকড়ি ও মোক্তার। কৌশলী নকড়ি বাঞ্ছারামকে নতুন প্রস্তাব দেয় -

> "নকড়ি।। ... আজ থেকে এ সম্পত্তির সব ভার আমি নিলাম। তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণ সব আমার। আরে, বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব না? (কৃতজ্ঞতায় বাঞ্ছা নকড়ির পা জড়িয়ে কাঁদে।) শোনো, প্রতিমাসে পয়লা তারিখে দুখানা করে বড়ো পাত্তি দেবো... যতদিন জীবিত আছো মাসে মাসে দুশো করে সমানে দিয়ে যাবো! ... আমার শুধু একটা কণ্ডিশন! তুমি গত হলে এই ভিটেমাটি বাগান-টাগান সব আমার হাতে আসবে..."[৯]

সিনেমার ক্ষেত্রে এই মাসোহারাটা ছিল চারশো টাকা। বাঞ্ছারাম পয়লা তারিখে মাসোহারা ও কাশ্মিরী শালের লোভে চুক্তিতে টিপসই দেয়। সে বলে - "বাঁচবো ... আমি বাঁচবো।"[১০]

এরপরে দেখা যায় মৃত জমিদার ৺ছকড়ি আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাত-পা তুলে বিকটভাবে হাসছে। সে জীবৎকালে যা পারেনি, তাঁর সুযোগ্য ছেলে তা করে দেখিয়েছে। ৺ছকড়ি জানে, বাঞ্ছার যা শারীরিক অবস্থা তাতে বেশিদিন টিকে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। গণৎকার ও গোবিন্দ ডাক্তারের দৃশ্যে আগমন ঘটে দর্শককে হাস্যরস বিলোনোর জন্য। গণৎকার গণনা করে বলে বাঞ্ছার প্রচুর আয়ু। সিনেমায়, তা প্রায় আরও সাত বছর। অন্যদিকে ডাক্তার বাঞ্ছার নাড়ি টিপে রায় দেয় তার নাড়ির গতি অস্থির নয় অর্থাৎ বাঞ্ছার মৃত্যুর আশা ক্ষীণ। এরপরে চিত্রনাট্যের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। নববিবাহিতা স্ত্রী পদ্মকে নিয়ে গুপি বাঞ্ছারামের কাছে ফিরে এলে তারা জানতে পারে বাঞ্ছারাম মরে গেলেই সব জমি-বাগান জমিদারের হবে। গুপির অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে হাহাকার করে উঠলে তার বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না স্ত্রী তাকে বুঝিয়ে বলে –

> "মরার আগে তো পারবে না। ততদিন থাকবো। যতদিন পারি বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখবো।"[১১]

পদ্মের সেবায় আর নকড়ির মাসোহারায় বাঞ্ছার শরীরে বল ফিরে আসতে শুরু করে। বাঞ্ছার শরীর যত স্বাস্থ্যবান হতে শুরু করে, তত নকড়ির দুশ্চিন্তা বাড়ে। বাঞ্ছা জমিদারের মাসোহারায় তাঁর এই অর্থহীন বেঁচে থাকাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে বসে। গুপি জানায় তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, সামনের পৌষ অবধি তাই বাঞ্ছাকে বেঁচে থাকতে হবে। এ দৃশ্যে বাগানের চোরও বাঞ্ছাকে ডিম সিদ্ধ খাওয়ায়, বলে বাঁচতে, কারণ সে না বাঁচলে তার পরিবার জলে ভাসবে। চোরের যে সামাজিক অবস্থান, তাকে লেখনীর জোরে বদলে দেন নাট্যকার। এ সম্পর্কে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের বক্তব্য -

> "পৃথিবী ও শস্য এবং অন্যান্য উৎপাদন যে অভাবী মানুষের ভোগের জন্য - এই প্রখর ও মৌলিক আদিম সাম্যবাদী চিন্তা তাঁর অন্তদেশে হাজির থাকে। অভাবী মানুষের ভোগের জন্য, কিন্তু শোষণের ভোগের জন্য - এই সীমানাটাও তিনি নির্ধারণ করে দেন অবশ্য।"[১২]

নকড়ির পারিবারিক চিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই তাঁর দুই যমজ ছেলে হোৎকা ও কোৎকা যেন সত্তরের দশকের জোতদার সন্তানদের সুযোগ্য প্রতিনিধি। দু'জনেই পিতার টাকা আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত। হোঁৎকা চায় সিনেমার প্রোডিউসার হতে এবং কোঁৎকা চায় যুব গোষ্ঠী গড়তে। নকড়ি যত তাঁর ছেলেদের আশ্বাস দেয় যে, বাঞ্ছার বাগান দখল হলেই তাদের সে টাকা দেবে, ততই ছেলেরা অস্থির হয়ে ওঠে। বাবা হোঁৎকাকে 'লুজক্যারেকটার' বললে ছেলে বাবাকে বলে 'ছোটলোক আনকালচার্ড'।

এরই মধ্যে একদিন মাস পয়লার বাঞ্ছার মাসিক কিস্তি নিতে নকড়ির বাড়িতে উপস্থিত হয় গুপি ও পদ্ম। নকড়ির স্ত্রী তা দিতে অস্বীকার করে বলে, - "একটা রাত্তির সবুর সইছে না?"[১৩] কিন্তু পদ্ম জানায়, -

> "কী করে সয়! দা-মশাইয়ের যদি রাত না কাটে, কাল সকালে তো দেবেন না!"[১৪]

নকড়ি জানায়, বাঞ্ছা বেঁচে আছে কিনা সেটা দেখার পরেই সে মাসোহারা দেবে। এমন সময়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে হাজির হয় স্বয়ং বাঞ্ছারাম। যে বসে বসে চলতো, তাঁর শিরদাঁড়া এখন অনেকটা সোজা, হাতে দস্তানা গায়ে কাশ্মীরী শাল। বাঞ্ছার এই শক্ত সবল অবস্থা নকড়ির দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "চেরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন ... নোকে দিয়েছে ... আপুনারা নিয়েছেন! আজ আপুনারা দেবেন ... আমরা নেবো!"[১৫]

বাঞ্ছার এই সংলাপ সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের আভাস ব্যক্ত করে।

বাঞ্ছার শরীর ও নকড়ির স্বাস্থ্য ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বাঞ্ছার ভাঙা শরীর যত দ্রুত জুড়তে শুরু করে, ততই নকড়ির স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করে। একজনের জীবন, অন্যজনের মৃত্যু - এই সমীকরণে লীন হয় বাঞ্ছা ও নকড়ি। নকড়ির বাড়িতে মহাকালীর পুজো আয়োজন করা হয় বাঞ্ছারামের মৃত্যু কামনায়। পুজো চলাকালীন গায়ে শাল, পায়ে জুতো, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে দামী ছড়ি নিয়ে হাজির হয় বাঞ্ছারাম। তাঁর উদ্দেশ্য ছকড়ির রূপোর গড়গড়া কিনে নেওয়া। কারণ ছকড়ি দত্তের রূপোর গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার খুব শখ তাঁর। নকড়ি ইতিমধ্যে হার্টের অসুখে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাঁর ভাঙা শরীর দেখে বাঞ্ছারাম অবাক, চিন্তিত - কারণ, নকড়ির মৃত্যু হলে তাঁর কিস্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও, বাগান আবার তাঁর কাছেই ফিরে আসবে। নকড়ি ঈর্ষা ও আক্রোশে বাঞ্ছারামকে মেরে ফেলার ছক কষে। বাঞ্ছাকে সে দেয় ফলিডলের শিশি, বাঞ্ছা রাজি হয় সেই রাতেই বিষ খেতে। কিন্তু বাঞ্ছা শর্ত আরোপ করে যে তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর দেহ কাটা ছেঁড়া না হয়। তাঁর মৃতদেহ যেন বোম্বাই খাটে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় যেন গুজিয়া ছড়ানো হয় রাস্তায়। সেই সঙ্গে যেন কীর্তনের ব্যবস্থা থাকে। তাঁর দেহ চিতায় তোলার আগে যেন ঘি মাখানো হয়, 'গব্যঘৃত'। নাটক ও সিনেমার শেষ পর্বে মৃত্যুর পটভূমিকা রচিত হয়। একদিকে ঘরে পদ্মের জঠর যন্ত্রণা, অন্যদিকে ফলিডলের শিশি হাতে বাঞ্ছা। এক কান্নার শব্দে দৃশ্য শেষ হয় নাটকীয় মূর্ছনায়।

নকড়ি ইতিমধ্যে শবযাত্রার প্রস্তুতিতে খাট নিয়ে বাঞ্ছার বাড়িতে হাজির। কিন্তু বাঞ্ছারামকে বেঁচে থাকতে দেখলে নকড়ি খাটিয়ায় বসে পড়ে নিঃস্পন্দ হয়ে। বাঞ্ছা জানায় -

> "এট্টা কথা বলি কত্তা, আমি মরতি পারব না। বাচ্চাটার পরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে। আমি ওরে নাড়ি কেটে ধরায় এনেছি, ওরে আমি ভাসায়ে যাব কী করে? কত্তা, আমি মরতে পারব না। ... কত্তা, আপনার জ্বালা আমি বুঝি! কিন্তু আমি কী করব বলেন দিকি? কতবার তো মরতে যাই! ওরা যে কিছুতে ছাড়ে না! আমার গাছপালা ... নাতিপুতি পুঁইপোনা ... সব মাথা ঝাঁকায় ... বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি ... তুমি আমাদের নক্ষে করেছো ... তুমি চলে গেলে কার কাছে থাকব?"[১৬]

স্লোগান সর্বস্ব পরিবেশ প্রেমী নয়, শেষ দৃশ্যে বাঞ্ছা হয়ে ওঠে মাটি-পাতা-লতা-গুল্ম দিয়ে গড়া এক আদর্শ প্রতিনিধি। এদিকে নকড়ি মারা যায়, শুয়ে পড়ে বাঞ্ছার শববহনের জন্য আনা নতুন খাটে। জমিদারের লোভ হার মানে বাঞ্ছারামের জীবনতৃষ্ণার কাছে। বাঞ্ছারাম শুধুমাত্র বেঁচে থাকার এক লড়াকু চরিত্র নয়, নতুন প্রাণের আলোকে উদ্ভাসিত এক মানবিক চরিত্র- যার মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার এক চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা।

পাঁচ

সাজানো বাগান বা বাঞ্ছারামের বাগান সমকালেও কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বোঝা যায় নাট্যকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের কথায় -

> "১৯৭৭-এ সাজানো বাগানের প্রথম প্রযোজনা। সাতাত্তরে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পত্তন মনে হয়েছিল সময় যেন ছায়া রেখেছে তার। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার আর এক রূপেই ছিল 'সাজানো বাগান'। আমি তখন কানুনগোর চাকরি নিয়ে মেদনিপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে। বাঞ্ছারামকে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেছিলাম। বহু বছর ধরে বঞ্চিত জমি হারানো কৃষক তার অধিকার বুঝে নিতে চাইছিল। অপারেশন বর্গা, খাস জমি বিলি শুরু হল বছর খানেকের ভিতর। ২০০৯ সালে সেই 'সাজানো বাগান' একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বুড়ো চাষি দুমড়ে যেতে যেতে সিধে হয়ে উঠে দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়েছে জমি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> আগ্রাসনের বিপক্ষে। বাঞ্ছারাম কাপালিইতো দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর বিপক্ষে। উচ্ছেদের কারবারিরা কি মৃত্যু ব্যাবসায়ীও নয়?”[১৭]

অমর মিত্রের কথাটি ধরে বলা যায়, আজ ২০১৯ সালেও এই নাটক/ সিনেমাটি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। খবরের কাগজে যখন ভরে ওঠে কৃষক মৃত্যু/ আত্মহত্যার খবরে, তখন বাঞ্ছারামের বাগান হয়ে ওঠে কৃষকদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রতীক।

ভূত-মানুষের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা ফ্যান্টাসিবিদ্ধ শিল্পরূপ এই নাটক ও সিনেমা। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার ব্রাত্য বসু বলেছেন -

> “১৯৭৬-এর সাজানো বাগান অনুকরণীয় উইট, ব্ল্যাক কমেডি, উত্তর ঔপনিবেশিক জীবনরস-রসিকতা, ক্ষমতার অসহায়তা এবং সর্বোপরি প্রজন্মবাহিত জীবনের জয়যাত্রা-মানুষের লোভ, দ্বেষ ও ইতরতাকে যেভাবে অতিক্রম করে যায় কেবল একটি বাগান নামক রূপককে সামনে রেখে তা সমগ্র বাংলা নাটক শাখায় তুলনা রহিত। অথচ বাঞ্ছারাম, নকড়ি, পদ্মদের জগৎ যেন গনগনে বাস্তব নয় তা ঈষৎ ঊর্ধ্বে যেন অতিবাস্তবের ভূমিতে স্থাপিত দুই জীবনের সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হয়ে, নাটকের এই আশ্চর্য আঙ্গিক রচনা করেছেন প্রেতাত্মা ছকড়ি স্বয়ং।”[১৮]

তবে, নাটকে যে ফ্যান্টাসি গড়ে তুলতে পেরেছে পরলোকগত জমিদার ছকড়ি দত্ত, সিনেমায় সেই ফ্যান্টাসি গড়ে ওঠেনি। ভৌতিক দৃশ্য সিনেমার পর্দায় যুতসই হয়ে উঠতে পারেনি ততটা। ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’ সিনেমায় ভূতের দৃশ্য যেমন চমকপ্রদ ভাবে নির্মাণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সেই তুলনায় তপন সিংহের বাঞ্ছারামের বাগানের ভৌতিক দৃশ্য অনেকটাই দুর্বল।

তবুও, ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ সাজানো বাগানের এক আদর্শ প্রতিনিধি। বাঞ্ছারামের বাগান কীভাবে গড়ে উঠেছিল- ‘বাঞ্ছারামচরিতে’ মনোজ মিত্র লিখেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা -

> “একদিন দুপুরে তপনবাবুর সঙ্গে হুডখোলা মোটরে চেপে রাজপুর-বারুইপুর পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম শাসন গ্রামে। মজা করে বললেন, ‘আসুন, আপনার বাগানটা আমরা কেমন বানিয়েছি, একবার চোখের দেখা দেখবেন!’ শুরুর দিন থেকেই উনি বলতেন, ‘আপনার বাগান।’ গোড়ায় লজ্জা পেতাম, পরে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।
>
> সেই পান-বরজের বুড়োর বাড়ির মতো এখানেও নিকোনো উঠোন। দোচালা দুটো ঘর, ঘরের পিঠে আম-কাঁঠাল-সুপুরি-নারকেল-আতা-নোনা যে যেখানে ফাঁক পেয়েছে, মাথা তুলেছে। বাঁশবন-কলাঝোপের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জবা-করবী-শিউলি-কলাবতী। গাছপালা পেরিয়ে বিশাল সবজিখেত। কপি - মুলো - বেগুন - লাউ কুমড়ো-শসা ... সতেজ স্বাস্থ্যবান ফসল। ঝাঁক বাঁধা টিয়ে পেয়ারাগুলোকে বেপরোয়া ঠুকরে চলেছে। পাশের সরষেখেতে গায়ে হলুদের উৎসব যেন।
>
> তপন সিংহ বললেন, - ‘বাঞ্ছারাম তো যৌবনে জবুথবু ছিল না! নিশ্চয় ছুটত?’ বললাম, নিশ্চয়ই। তৎক্ষণাৎ হুকুম হল, ‘যান, বাগানটা চক্কর দিয়ে আসুন তো দেখি!’ জুতো খুলে আমিও দে-ছুট। অভ্যাস না থাকলে যা হয়, হাঁপাচ্ছিলাম। তপনবাবু এগিয়ে এলেন, ‘কেমন লাগছে?’ বললাম, এত দিন থিয়েটারের সাজানো বাগানে চাষি বাঞ্ছারাম কোনও দিন মাটিতে পা দেয়নি। একটা গাছ ছুঁয়েও দেখেনি। সব দাপাদাপি অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রসদনের ইট-কাঠ-সিমেন্টের মঞ্চে। চাষি আজ মাটির ছোঁয়া পেল! দেখুন শিহরন জাগছে আমার। কিন্তু তপনদা, আমি কিন্তু সিনেমায় অভিনয়ের ‘অ-আ’ও জানি না। নির্ঘাত ডোবাব ছবিটা! তপনদা কাঁধে হাত রাখলেন - ‘অভিনয় জানতে হবে না। তুমি শুধু ছোটবেলার দেখা পানমাচানতলার সেই আঁধার ফুঁড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসা বুড়োকে ধরে রেখো, আর তার সাধের বাগানটা থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরিয়ে নিও না!”[১৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 125
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1002 - 1010
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বলা বাহুল্য মনোজ মিত্র ধরে রেখেছিলেন সেই আঁধার ফুঁড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসা বুড়োকে, আর সযত্নে বাগান গড়ে তুলেছিলেন তপন সিংহ।

Reference:

১. Statesman: March 24 ’78, মনোজ মিত্র, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৭, পৃ. ১৫
২. Andrew, Dudley. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford: Oxford University Press, 1984. P. 96
৩. দেশ : ২৮ জানুয়ারি ’৭৮, মনোজ মিত্র, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৭, পৃ. ১৫
৪. The Hindusthan Standard : December 29 ’77, মনোজ মিত্র, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৭, পৃ. ১৫
৫. মিত্র, মনোজ, বাঞ্ছারামচরিত, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ অক্টোবর, ২০১৫
৬. তদেব
৭. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫১
৮. মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৭, পৃ. ২২
৯. তদেব, পৃ. ২৭
১০. তদেব, পৃ. ২৯
১১. তদেব, পৃ. ৪৮
১২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মে ১৯৯৪
১৩. মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, কলাভৃৎ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৭, পৃ. ৫৮
১৪. তদেব
১৫. তদেব, পৃ. ৬১
১৬. তদেব, পৃ. ৮৭
১৭. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৯
১৮. তদেব, পৃ. ৩৭৬
১৯. মিত্র, মনোজ, বাঞ্ছারামচরিত, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ অক্টোবর, ২০১৫